ছন্দাবলী।

অর্থাৎ

নানা বিধ ছন্দ সংগৃহীত কবিতা।

ইদানীং

গিরীশচন্দ্র দেবের অনুমত্যানুসারে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

ENTALLY:

ED AT THE TYPOGRAPHIC PRESS.

1852.

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।

নাহি যায় কজ্জ ।। কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরে। যে টি কয় সে টি লয় নাহি লয় ফিরে ।। দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান। আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান ।। অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক। নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক ।। দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদী পারে। আনা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ।। আটপণে আনিয়াছি কাট আট আটি। নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি ।। শুন হয়ে ছিনু বাছা চুন চেয়ে২। শেষে না কুলায় কড়ী আনিলাম চেয়ে।। লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ী। শেষে পাছে বল মাসী খোয়াইল কড়ী ।। মাহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর। যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর২ ।। শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত। এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ।।

বিদ্যার রূপ বর্ণন।

পয়ার।

কামিনী বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ।। কেবলে শরদ শশি সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ।। কি ছার মিছার কাম ধনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে ।। কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে ।। কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটি২ কালকূট কম। কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার। ভুলায় পাঁতি দন্তপাঁতি তার ।। দেবাসুরে সদা দন্দ সুধার লাগিয়া। ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া ।। পদ্মযোনি পদ্ম

নালে ভাল গড়ে ছিল। ভুরু দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥ কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে। শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥ নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে। ধরেছে কু[illegible] তার রোমাবলি ছলে॥ কত সরু ডমরু কেশরি মধ্য খান। হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ॥ কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়। দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥ মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া ২॥ করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু। সুবলনি শিখিবারে নাকি লেক গুরু॥ যেজন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥ জিনিয়া হরিদ্রা চাপা সোণার বরণ। অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥ রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত। কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥ বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে। রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥ ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ ঝঙ্কারে। পড়ায় পঞ্চম স্বর ডাকে কোকিলারে॥ কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখেছি যেমন গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥ সবে এক কথা তার প্রতিজ্ঞায়। যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥ দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত। আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজ সুত॥ ইথে বুঝি রূপসম নিরুপমা গুণে। আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে॥ সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ। ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন॥ বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম। লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আইলে রহে ভ্রম॥ রাজপুত্র ব বাছা রূপ বড় বটে। বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে যদি রহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত। রায় বলে কেন মাগ

ছন্দাবলী।

শক্তি নাই চলিবার, বল নাই বলিবার,
ছলিবার সাদ কেন তবে।
সময়তো শেষ হয়, জগদীশ জয় জয়,
প্রেমভাবে কব আর কবে॥
দূর করি সব দুখ, লইতে অনন্ত সুখ,
সন্তোষ সদনে যাবে যদি।
জ্ঞান তরি যত্নে লও, দিনে দিনে পার হও,
মিছে আশা কর্ম্ম নাশা নদি॥

পয়ার॥

প্রেমের শরীর যার, তার এক ভাব।
ত্রিভুবনে নাহি তার, কিছুর অভাব॥
পরমেশ প্রিয়পাত্র, পরিহৃত দোষ।
পরিতোষ পরিপূর্ণ, হৃদয়ের কোষ॥
ধনে তার কি করিবে, মনের সুসার।
বনের ভিতরে পায়, ইন্দ্রের আগার॥
সুখময় ভাব সদা, অন্তরে উদয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময়॥
অনেকেই মুখে শুধু, প্রেম প্রেম কয়।
মুখের বচন নয়, সুখের প্রণয়॥
প্রেমরূপ হেম হার, শোভে যার গলে।
তার মন, কখনো কি, অন্য রসে গলে॥
আত্মপর ভেদ নাই, সম সমুদয়।
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, প্রভু প্রেমময়॥

স্থির ভাবে, সার রসে, মগ্ন মন যার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর॥
যার মনে সার প্রেম, না হয় উদয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয়॥
প্রভায় প্রদীপ্ত করে, সেই মণি, মণি।
পর উপকারে রত, সেই ধনী, ধনী॥
সুশীতল হিতকর, সেই বারি, বারি।
পতিপ্রেম পরায়ণা, সেই নারী, নারী॥
সহজে সন্তোষ মনে, সেই ধীর, ধীর।
রিপু বশ করে যেই, সেই বীর, বীর॥
অকলঙ্ক গুণময়, সেই কুল, কুল।
ভ্রমর আমোদী যাতে, সেই ফুল, ফুল॥
সুধা সম স্বাদ সার, সেই ফল, ফল।
সর্ব্বজয়ী, দৈব বল, সেই বল, বল॥
স্বভাবে সুন্দর শোভা, সেই রূপ, রূপ।
প্রজার পালনে রত, সেই ভূপ, ভূপ॥
দশ দিগে যশ ধায়, সেই যশ, যশ।
রসনা রসিক রসে, সেই রস, রস॥
দুঃখের নাহিক লেশ, সেই সুখ, সুখ।
বচনে অমৃত ক্ষরে, সেই মুখ, মুখ॥
ঈশ্বরের স্নেহ লাভ, সেই আশা, আশা।
সুমধুর সত্য ভাষ, সেই ভাষা, ভাষা॥
অভিমান নাহি যাতে, সেই মান, মান।
পরব্রহ্ম গুণ গান, সেই গান, গান॥

একান্তে অচল লক্ষ্য, সেই ধ্যান, ধ্যান।
সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, সেই জ্ঞান, জ্ঞান॥
সুমতির মতে মতি, সেই মতি, মতি।
সুগতির পথে গতি, সেই গতি, গতি॥
স্বভাবে উদয় হয়, সেই ভাব, ভাব।
সুজনের স্নেহ লাভ, সেই লাভ, লাভ॥
ফুলের সৌরভ যথা, সেই বন, বন।
ধর্ম্মরূপ মহাধন, সেই ধন, ধন॥
ধর্ম্ম হেতু প্রাণপণ, সেই পণ, পণ।
প্রেমপূর্ণ আছে যার, সেই মন, মন॥
অতএব বলি ভাই, যাতে পাবে শিব।
পরব্রহ্ম প্রেমরসে, মুগ্ধ হও জীব॥

ত্রিপদী

জাননা কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে॥
ভূমেতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।

যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ ॥
প্রসূতি তোমার যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসু মাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার ॥
কত শস্য ফল মূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষতে বিপুল বসু,
বসুমতি করেন ধারণ ॥
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণীরাণী করে ॥
ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেম ভাবে চরে চরাচরে ॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বশেষতঃ নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে ॥
ইন্দ্রের অমরাবতি, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ, উপসর্গ সার।

শিবের কৈলাস ধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্ম পথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণ গান ॥
উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ আশা।
যে তোমার ভালবাসা, সে হোলো না ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভাল বাসা ॥
এবাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে, আশা রবে,
প্রাপ্ত হবে আশানাশা বাসা।

কেবা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা ॥

উৎকৃষ্ট স্থানের বিষয় ।

পয়ার ।

১ তব মুখে শুনি শ্রেষ্ঠ স্থানের বিষয় ।
তথাকার শিশু না কি অতি সুখী হয় ॥
বলগো বলগো ওমা কোথা সেই তীর ।
তত্ত্বকরি সুখী হব ফেলিব না নীর ॥
কমলা লেবুর ফুল ফুটে যেই খানে ।
অথবা জোনাকী পোকা থাকে সেই স্থানে ।
সেই বুঝি রম্যস্থান জিজ্ঞাসি জননি ।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি ॥

২ তবে বুঝি যে ভূমিতে তালগাছ হয় ।
তপনের তাপে যথা খর্জ্জুর পাকয় ॥
অথবা হরিতবর্ণ দ্বীপ যে সাগরে ।
সুগন্ধি পুষ্পের বনে সুবাতাস করে ॥
নানা পক্ষীসুন্দর বিচিত্র পাখা ধরি ।
বিভূষিত বিবিধ বর্ণেতে শোভাকারী ॥
মনোহর স্থান সেই বলিগো জননি ।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি ॥

৩ পূর্ব্বমত কোনখণ্ডে এ দেশ কি হয় ।
স্বর্ণময় বালুকায় নদী ধারা বয় ॥

যথা পদ্মরাগ মণি অতি দীপ্তিকরে।
হীরক জ্বলয়ে যথা আকর ভিতরে॥
নদীর তীরস্থ ভূমি পূর্ণ প্রবালেতে।
মুকুতার ছটা শোভে তাহার মধ্যেতে।
সেই কি উৎকৃষ্ট স্থান বলিগ জননি।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি॥

৪ চক্ষু নাহি দেখে তাহা শুন প্রাণ ধন।
শ্রবণ না করে কভু সে গীত শ্রবন॥
স্বপন অশক্ত তার ছবি লিখিবারে।
শোক মৃত্যু তথায় প্রবেশ নাহি করে॥
অনম্লিন্ত মুকুল নিয়ত হয় যথা।
কালের কুটিল কর নাহি যায় তথা॥
ঘন স্থানাভাব যথা সমাজ না শুনি।
তথায় তথায় হয় অরে যাদুমণি॥

ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক গীত।

পয়ার।

উর্দ্ধদেশে সুবিস্তৃত গগন মণ্ডল।
মহাদীর্ঘ নীলবর্ণ আশ্চর্য্য সকল॥
স্বর্গোপরে শোভা করে তারাগন ভাস।
বিশ্ব রচকের গুণ করয়ে প্রকাশ॥
ভ্রান্তিহীন দিন দিন দিনেশ তপন।
আদ্যোপান্ত দেশ সব করয়ে ভ্রমণ॥

সর্ব্বদেশে সর্ব্বদিকে তাহার সুভাস ।
সর্ব্ব নিয়ন্তার শক্তি করয়ে প্রকাশ ।।
সিন্ধুজলে দিবাকর করিলে প্রবেশ ।
সন্ধ্যাকালে নিশানাথ ধরিয়া সুবেশ ।।
নিজ জন্ম বিবরণ আশ্চর্য্য কথন ।
ভূমিস্থ সমস্ত জীবে করান শ্রবণ ।।
এ জগৎ নিজ পথে করিয়া ভ্রমণ ।
তারাগণ চন্দ্রে বেড়ি প্রকাশি কিরণ ।।
পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বদেশে ।
সাক্ষ্য দেয় ঈশ্বরের মহিমা অশেষে ।।
পৃথিবী বেড়ি গ্রহ শশী আদিত্য নক্ষত্র ।
নিতান্ত নীরবে বলি ভ্রমিছে সর্ব্বত্র ।।
শব্দ মাত্র কদাচিৎ না হয় শ্রবণ ।
যদবধি তাহাদের হয়াছে সৃজন ।।
তবু জ্ঞানিগণ তাহার সুস্পষ্ট বচন ।
জ্ঞান কর্ণে করে পান করিয়া মনন ।।
চিরকাল এই বাক্য ভুবনে বিদিত ।
বিশ্বনাথ বিশ্ব করেছেন বিরচিত ।।

বক্তাদির কথন ।

পয়ার ।

দেখি সদা অহং জ্ঞানি তত্ত্ব হীন নর ।
বাচাল নির্ব্বোধ বাদ করণে তৎপর ।।
সংসারের গতি প্রতি নাহি কিছু বোধ ।
নয়ন নিকট স্বস্থ তাহে দৃষ্টি রোধ ।।

তথাপি বাক্যেতে পটু গর্ব্ব অতিশয়।
দেখিয়াছে যেন ধরাতল সমুদয়॥
ব্যাপকতা হয় তার প্রাপ্ত দশগুণ।
যদ্যপি ভ্রমণ করি দেশে আসে পুনঃ॥
তার কাছে যদি কিছু করহ প্রসঙ্গ।
তখনি ভ্রামক ভ্রান্ত দেয় তাহে ভঙ্গ॥
কহে "মহাশয় সব করহ শ্রবণ,
দেখিয়াছি চক্ষে আমি করি দরশন"
মনে২ করে সেই বাঞ্ছা এই মত।
সমক্ষে স্বীকার কর কথা কহে যত॥
এই রূপ প্রবাসি পথিক দুই জন।
ভ্রমণ করিতেছিল আরবের বন॥
মিত্রভাবে ভ্রমিতে২ যায় যত।
নানা বাঁধে নানা ছাঁদে গল্প কাঁদে কত॥
পরে আরম্ভিল বহুরূপির বিষয়।
আকৃতি প্রকৃতি তার কি প্রকার হয়॥
এক জন বলে "এই পশু অপরূপ।
দিবাকর করতলে না দেখি এরূপ॥
সরট শরীর সম দীর্ঘ ক্ষীণ কায়।
মীন তুল্য শির জিহ্বা ভুজঙ্গের প্রায়॥
বদনে দশন তার তিন পংক্তি হয়।
সুদীর্ঘ সুরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয়॥
মন্দ২ গতি অতি সুন্দর বরণ।
কে করেছে হেন নীলবর্ণ বিলোকন"॥

আর জন বলে "বল কেন নীল কায়।
দুর্ব্বাদল শ্যাম রূপ দেখিয়াছি তায়॥
কুণ্ডল করিয়া আছে দেখিলাম তারে।
তপনের তাপে তনু তপ্ত করিবারে॥
বিশ্রাম করিতেছিল করিয়া শয়ন।
খেতে ছিল সমীরণ আহার কারণ"॥
"সমভাবে উভয়ে হেরেছি রূপ যার।
অবশ্যই নীলবর্ণ কব পুনর্ব্বার॥
দেখিয়াছি তার প্রতি করি নিরীক্ষণ।
বৃক্ষের শীতল ছায়ে করেছে শয়ন"॥
"সবুজ সবুজ ইহা দেখেছি নিশ্চয়"।
সবুজ কেমনে?" ক্রোধে আর জন কয়॥
"কেন ভাই আমার কি চক্ষু নাই?"
বন্ধু কন "তাহে বড় ক্ষতি নাহি হবে।
নয়ন না করে যদি দর্শনের ক্রিয়া।
মিছা তবে কি করিবে সেই আঁখি নিয়া"
এরূপ বিবাদে ঘোর বিপদ উদয়।
মুখোমুখি ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয়॥
হেন কালে এক জন আইল তথায়।
বিবাদের বিবরণ বলিলেক তায়॥
দোঁহে কহে "বল যদি জন মহাশয়।
বহুরূপী শ্যামল কি নীলবর্ণ হয়"॥
মধ্যস্থ বলেন "কর দ্বন্দ্ব পরিহার।
শ্যাম কিম্বা নীল বর্ণ কিছু নহে তার॥

গত রাত্রে এই জন্তু রাখিয়াছি ধরে।
দীপ অগ্রে দেখিয়াছি স্থির দৃষ্টি করে
শিলাসম অতিশয় অসিত বরণ।
চমৎকৃত হও? কর নিরীক্ষণ ॥
এখনি দেখাব তারে করিয়া বাহির"।
বাদি কহে "প্রাণপণ নীলবর্ণ স্থির" ॥
প্রতিবাদী কহে "কহি করিয়া শপথ।
শ্যামবর্ণ হবে তার নহে অন্যমত" ॥
মধ্যস্থ বলেন "ভাই শুন বন্ধুগণ।
এই দণ্ডে করি দেখ সন্দেহ ভঞ্জন ॥
যদ্যপি না হয় তার তিমির বরণ।
ক্ষণমাত্রে আমি তারে করিব ভক্ষণ"।
এই কথা কহি পশু করিল বাহির।
সবে দেখে চমৎকার ধবল শরীর ॥
লজ্জিত মধ্যস্থ নিজে যেমনি বাদি হয়
হেন সময় সেই বহুরূপী কয় ॥
কথনের শক্তি যদা প্রথম পাইল।
"শুন বয়সগণ বলি কহিতে লাগিল,
তোমাদের সকলের ভিন্ন২ কথা।
সত্য মিথ্যা দুই হয় নাহিক অন্যথা ॥
কোন বস্তু দেখে তার ব্যাখ্যান সময়।
মনে জেনো অনেকের দৃষ্টি তাহা হয়।
অতএব মনে কিছু না ভাব বিচিত্র।
সবে ভাবে আপনার নয়ন পবিত্র" ॥

ছন্দাবলী।

বার মাস বর্ণন।

পয়ার।

বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়। নানা ফুল গন্ধে মন্দ বহ বয়॥ বসাইয়া রাখিব হৃদয় সরোবরে। কোকিলের ক কামে নিদাঘে কি করে॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম এ শ বিস্তর। সুধা ছাড়ি খেতে আসা করে পুরন্দর॥ মণিময় র পাখা অগুরু মাখিয়া। নিদাঘে বাতাস দিব কামে হইয়া॥ আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন। বিয়োগির সংযোগের প্রাণধন॥ ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া। ধড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥ শ্রাবণে রজনি এক উপক্রম। কদম্বকুসুম গন্ধে কেবল নিয়ম॥ মধু- মঞ্জুরী বিদ্যুত চকমকি। দেখিবে শিখির নাচ ভেক কি॥ ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটি। কোশা চড়ি হে উজান আর ভাটি॥ ধনধারী জলের বায়ুর শনশনি। ব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥ আশ্বিনে এ দেশে তির প্রচার। কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥ শান্তিপুর হৈতে খেড়ু আনাইব। নূতন তাঁতের খেড়ু তুলা। কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা। দেখিবে আমার অনন্ত মহিমা॥ ক্রমে২ হইবেক হিমের প্রকাশ। সে কি রস আছে এ দেশেতে রস॥ অতিবড় উগ্র অগ্রহা- নীহার। শীতের বিভিত্তে হিত করিবে বিহার॥ নুতন অন্ন দেবের দুর্লভ। নতোদক সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়। দিনমান ছোট রাত্রিমান বড়॥ সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষ।

এবার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে ॥ মাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী। ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি ॥ শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে। মুলাফুলে ফুলধনু কামিজনে হানে ॥ বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাগুণ। মলয় পবনে জ্বলে মদন আগুণ ॥ কোকিল হুঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার। শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কত কব আর ॥ মধুর সময় বড় চৈত্র মধুরমাস। জানাইব নানামত মদন বিলাস ॥ আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর। ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর ॥ অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর। ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর ॥ হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর। তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর ॥ অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়। শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায় ॥ বিস্তর নিষেধ বাক্য কয়ে রাজা রাণী। বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি ॥ বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর। দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর ॥ মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন। রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন। ভারত কহিছে সুখে চলিয়া দুজনা। কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা ॥

সমাপ্ত।